Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 14-07-2026 17:29 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৯ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ১৪ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৯৮ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

জাহাজে আক্রমণ বন্ধ করুন', হরমুজে ইরানি হামলায় ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুতে নিন্দা নয়াদিল্লির

'মুক্ত' পশ্চিমবঙ্গে ফিরছেন তসলিমা! শুভেন্দুর হাত ধরে ২০ বছর পর কাটছে বাম জমানার 'লজ্জা'

ফের নেপালের রাজপথে জেন জি-র প্রতিবাদ! কেন প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্রর বিরুদ্ধে ফুঁসছে পড়শি দেশ?

অরণ্য সপ্তাহের সূচনায় বনদফতর ঢেলে সাজানোর প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নয়া জামানা ঃ অরণ্য সপ্তাহের সূচনালগ্নে স্কুলপড়ুয়াদের হাতে চারাগাছ তুলে দেন এবং নিজে বৃক্ষরোপণ করে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে রাজ্যের বনদফতরের নতুন ও তরুণ নেতৃত্বকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি বিগত সরকারের আমলে বনাঞ্চলের ক্ষয় ও পরিবেশগত অবহেলা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। নবনিযুক্ত বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁয়ের প্রশংসা করে তাঁর নেতৃত্বে বনদফতর নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিধাননগরের বিধায়ক তথা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, বনদফতরের নবনিযুক্ত রাজ্যমন্ত্রী দিবাকর ঘরামি,

রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল এবং বনদফতরের প্রধান সচিব মণীশ জৈনসহ প্রশাসনের শীর্ষ স্তরের একাধিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধি।ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি 'স্বচ্ছ ভারত', 'নমামি গঙ্গে', যোগা এবং 'খেলো ইন্ডিয়া'র মতো সামাজিক আন্দোলনেও গতি এনেছেন প্রধানমন্ত্রী, যার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযান। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের দৈনিক বৃক্ষরোপণের অভ্যাসের কথাও উল্লেখ করেন তিনি, জানান আগের রাতে শিবরাজের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল এবং সেদিন সকালেও নিউ সেক্রেটারিয়েট চত্বরে গাছ লাগিয়ে তবেই কাজে যোগ দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।অনুষ্ঠান থেকে বনদফতর সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী;দফতরের দীর্ঘদিনের শূন্যপদ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পূরণ করা হবে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এখন থেকে পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে বনকর্মী নিয়োগ হবে।কর্মরত অবস্থায় মৃত বনকর্মীদের পরিবারকে দ্রুত অনুকম্পামূলক চাকরি দেওয়ার ফাইল খতিয়ে দেখে ছাড়পত্র দিতে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জঙ্গলমহলে বন্য হাতির সুরক্ষা এবং হাতির হানায় প্রাণহানি ও ফসলের ক্ষতি রুখতে ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের মডেল অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।বিগত ১৫ বছরে বনদফতরকে চরম অবহেলা করা হয়েছে এবং পর্যাপ্ত অর্থ ও জনবল দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন, ওড়িশা-ছত্তিশগড়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ডবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গের বনদফতরকে দেশের অন্যতম সেরা দফতরে পরিণত করা হবে।

অরণ্য সপ্তাহের সূচনালগ্নে স্কুলপড়ুয়াদের হাতে চারাগাছ তুলে দেন এবং নিজে বৃক্ষরোপণ করে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে রাজ্যের বনদফতরের নতুন ও তরুণ নেতৃত্বকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি বিগত সরকারের আমলে বনাঞ্চলের ক্ষয় ও পরিবেশগত অবহেলা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

ময়দানে কেষ্ট

নয়া জামানা ঃ ঋতব্রত শিবিরে বীরভূম জেলা তৃণমূলের সভাপতি পদে ফিরে পেতেই সংগঠন গোছানোর কাজে নেমে পড়লেন অনুব্রত মণ্ডল। গত কয়েকদিন আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে ঋতব্রত শিবিরে যোগ দেন তিনি। ফিরে পান জেলা তৃণমূল সভাপতির পদ। এরপরেই তৃণমূল নেতা বিকাশ রায়চৌধুরী এবং নানুরের তৃণমূল বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝির সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করলেন অনুব্রত মণ্ডল। সোমবার রাতে বোলপুরের জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়। তবে কি নিয়ে বৈঠক তা স্পষ্ট নয়। যদিও সূত্রের দাবি, জেলার সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে দুই নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন অনুব্রত। এছাড়াও সামনেই ২১ জুলাই। তা নিয়ে তিননেতার মধ্যে চর্চা হয়েছে বলে খবর।

রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল, সরানো হল গোয়েন্দা প্রধান সুপ্রতিম সরকারকে

নয়া জামানা ঃ রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল ঘটাল শুভেন্দু অধিকারীর দপ্তর। মঙ্গলবার নবান্ন থেকে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে মোট ৩৩ জন আইপিএস অফিসারকে বদলি করা হয়েছে।এই রদবদলের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বদলি আইপিএস সুপ্রতিম সরকারের। সিআইডি-র এডিজি তথা রাজ্যের গোয়েন্দা প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে তাঁকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ এডিজি, টেলিকমিউনিকেশন পদে আনা হয়েছে। নতুন বিজেপি সরকারের আমলে মাস খানেক আগেই তাঁকে এই পদে বসানো হয়েছিল। সিআইডি এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্ত করছে, যার মধ্যে অন্যতম তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনকালীন জোড়া অভিযোগের তদন্ত। এই মামলায় একবার সুপ্রতিম সরকারের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয়েছিল অভিষেককে।রাজ্যের নতুন গোয়েন্দা প্রধান হয়েছেন নটরাজন রমেশবাবু, যিনি এতদিন কারা বিভাগের ডিজি ছিলেন। পুলিশ মহলে অত্যন্ত দক্ষ অফিসার হিসেবে তাঁর সুনাম রয়েছে। সম্প্রতি বারুইপুরে নাবালিকার ধর্ষণ-খুন কাণ্ডকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। এই ঘটনায় একাধিকবার তদন্তকারী অফিসার বদল হয়েছে, ফলে প্রশাসনের বাড়তি নজর রয়েছে বারুইপুরে। এবার সেখানেও রদবদল হল। পূর্ব মেদিনীপুর গ্রামীণ এলাকার দায়িত্বে থাকা আইপিএস অতীশ বিশ্বাস হলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। অন্যদিকে বারুইপুরের ডিআইবি-র দায়িত্ব পেলেন পিনাকী দত্ত, যিনি এতদিন বারুইপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ছিলেন।দুঁদে অফিসার কে জয়রামনকে এডিজি, উত্তরবঙ্গ পদ থেকে সরিয়ে ডিরেক্টরেট অফ ইকোনমিক অফেন্সের ডিরেক্টর করা হয়েছেপশ্চিমাঞ্চলের এডিজি বিশাল গর্গকে আনা হয়েছে আইবি-তে।এসটিএফের আইজি প্রবীণ ত্রিপাঠিকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ হোমগার্ড বিভাগের আইজি করা হয়েছে।কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগের ডিসি স্পর্শ নীলাঙ্গীকে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝড়খড়িয়াকে কলকাতা পুলিশে বদলি করে সেখানে নতুন এসপি করা হয়েছে শ্রীকান্ত জগন্নাথ রাওকে, যিনি ছিলেন কলকাতার ডিসি, ডিডি। কলকাতা ট্রাফিক বিভাগের আইপিএস মণীশ যোশিকে কোচবিহারের এসপি পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 14-07-2026 17:29 Page 2

জলের তোড়ে ঘরে ঢুকল কয়েক লক্ষ টাকার নোট

নয়া জামানা ডেক্স ঃ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচুর অর্থ হাতে এলেই কথায় বলে, টাকার বৃষ্টি। সেসব এখন অতীত। এবার রীতিমতো টাকার 'বন্যা' চাক্ষুষ করলেন এক যুবক। জলের তোড়ে তাঁর ঘরেই ঢুকল হাজার হাজার টাকার নোট। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, প্রবল বৃষ্টির জেরে বানভাসি এক এলাকায় এহেন ঘটনা ঘটেছে। বন্যার জলের তোড়ে এক যুবকের ঘরে ভেসে এসেছে হাজার হাজার টাকার নোট। রংবেরঙের সেই নোটগুলি দেখেই চক্ষু চড়কগাছ যুবকের। তবে ভিডিওটি কোথাকার তা এখনও জানা যায়নি। সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর দাপটে দেশের বিভিন্ন জায়গায় একটানা মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। টানা ভারী বৃষ্টির জেরেই বহু এলাকা জলমগ্ন। তেমনই এক জায়গায় বন্যার জলের তোড়ে এক যুবকের ঘরে ঢুকে পড়ে প্রচুর টাকা। ভিডিওটি ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। যে পরিমাণ টাকা বন্যার জলের সঙ্গে যুবকের ঘরে ঢুকেছে, সেই বিভিন্ন রঙের নোটগুলি দেখেই নেটিজেনদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছে। ভিডিওটি দেখে ই একজন লিখেছেন, 'একেই বলে ভাগ্য! ভগবানের কৃপা।' আরেকজন

লিখেছেন, 'এ তো টাকার বন্যা।' আরেকজন লিখেছেন, 'এই বাড়ির একতলায় আমি থাকতে চাই।' এক তরুণী লিখেছেন, 'অর্থ, সম্পদ যেন পায়ে হেঁটে এই যুবকের বাড়িতে ঢুকল!' প্রসঙ্গত, ভারতের মৌসম ভবন জানিয়েছে, অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিমে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে কর্ণাটক, গুজরাট, কেরল, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে।

জঙ্গলের অন্তরালে বাংলায় এক টুকরো জনপদ, জনসংখ্যা মাত্র ১৬!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ প্রতিদিনই আশপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ এই অদ্ভুত গ্রাম আর মাজার দেখ তে আসেন। দিনের বেলায় তাই নির্জনতার মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন টের পাওয়া যায়।গ্রামের নাম চাঁদপুর। বাংলার মানচিত্রে তার একটি আলাদা পরিচয় আছে, সরকারি নথিতেও রয়েছে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব! অথচ সেই গ্রামের সবটুকু বিস্তার মাত্র দুটি বাড়ি আর একটি মাজার। না আছে পাড়ার পর পাড়া, না আছে সারি সারি বসতি। তবুও একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রাম! যার রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস। সেখ ানকার বাসিন্দারা আজও নিঃশব্দে বেঁচে রয়েছে বীরভূমের জঙ্গলের বুকের ভিতর। কোথায় এই গ্রাম?শেখ আব্দুল ফিরোজ বলেন, এই দায়িত্ব আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া। যতদিন সম্ভব, আমরা তা পালন করে যাব। পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের সহযোগিতাও পাই, তাই কোনও অসুবিধা হয় না।সিউড়ি শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দূরে, সিউড়ি-১ ব্লকের নগরী পঞ্চায়েত এলাকার পাথরচাপুড়ি মাজার পেরিয়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে কিছুটা এগোতেই রাস্তার ধারে চোখে পড়ে একটি সাইনবোর্ড-'চাঁদপুর'। সেখানেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুটি বাড়ি, আর একটু দূরে একটি ছোট্ট মাজার। প্রথম দর্শনে মনে হতে পারে, এ তো সাধারণ কোনও নির্জন বসতি। কিন্তু কাছে গেলেই জানা যায়, এই দুটি বাড়ি আর মাজার নিয়েই গড়ে উঠেছে গোটা একটা গ্রাম। এখানকার বাসিন্দাদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, সব সরকারি পরিচয়পত্রেই ঠিকানা লেখা 'গ্রাম চাঁদপুর'।এই গ্রামের বর্তমান জনসংখ্যা মাত্র ১৬। সবাই একই পরিবারের সদস্য। এই গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক ইতিহাসও। সেই ইতিহাস তুলে ধরে প্রবীণ বাসিন্দা শেখ আব্দুল ফিরোজ বলেন, বর্ধমানের রাজারা একসময় তাঁর ঠাকুরদা আব্দুল হামিদকে এই জমি দান করেছিলেন। বিনিময়ে বংশপরম্পরায় জঙ্গলের ভিতরের মাজারে প্রতিদিন বাতি জ্বালানোর দায়িত্ব বর্তায় তাঁদের পরিবারের উপর। পরে হামিদের দুই ছেলে মাজারের পাশেই দুটি আলাদা বাড়ি তৈরি করেন। সেই থেকেই জন্ম নেয় চাঁদপুর।আজও সেই ঐতিহ্য অটুট। বন দপ্তরের অধীন এই এলাকা। ফলে নতুন করে অন্য কারও বাড়ি তৈরির অনুমতি নেই। আর সেই কারণে গ্রামের সীমানা যেমন আর বাড়েনি, তেমনি বদলায়নি তার চরিত্রও। শেখ আব্দুল ফিরোজ বলেন, এই দায়িত্ব আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া। যতদিন সম্ভব, আমরা তা পালন করে যাব। পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের সহযোগিতাও পাই, তাই কোনও অসুবিধা হয় না। প্রতিদিনই আশপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ এই অদ্ভুত গ্রাম আর মাজার দেখ তে আসেন। দিনের বেলায় তাই নির্জনতার মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন টের পাওয়া যায়।তবে পরিবারের প্রবীণদের মনে একটাই প্রশ্ন, সময়ের স্রোতে আগামী প্রজন্মও কি একই নিষ্ঠায় এই ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে রাখবে? উত্তর ভবিষ্যতের হাতে। কিন্তু আজও জঙ্গলের নিস্তব্ধতার মাঝখানে চাঁদপুর যেন প্রমাণ করে, একটি গ্রামের পরিচয় তার আয়তনে নয়, তার ইতিহাস আর মানুষের উত্তরাধিকারে।

আস্ত উড়োজাহাজ চিবিয়ে খেয়েছিলেন এই ব্যক্তি

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সাধারণত একটা বেলার খ াবার শেষ করতে গিয়েই আমাদের কালঘাম ছুটে যায়। কিন্তু মিশেল লোটিটোর খিদের গল্পটা ছিল একেবারেই আলাদা। ফ্রান্সের এই মানুষটিকে দুনিয়া চিনত অঁসিয়ে মাঁজেতুদ বা তসবখেকো বাবুদ নামে। সাইকেল, শপিং ট্রলি, টেলিভিশন, ঝাড়বাতি থেকে শুরু করে আস্ত কফিন;মানুষের পক্ষে হজম করা অসম্ভব এমন সব জিনিস অনায়াসে খেয়ে সাবাড় করে দিতেন তিনি। তবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে তাজ্জব করা কীর্তি ছিল একটা আস্ত উড়োজাহাজ খেয়ে ফেলা।১৯৫০ সালে ফ্রান্সে জন্ম নেওয়া লোটিটো কিশোর বয়সেই বুঝতে পারেন যে কাঁচ বা ধাতুর মতো জিনিস খেলেও তাঁর শরীরের কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। পরে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখে ন, তাঁর পাকস্থলী এবং অন্ত্রের দেওয়াল সাধারণ মানুষের চেয়ে বহুগুণ বেশি মোটা। আর এই বিশেষ শারীরিক গঠনের কারণেই ধারালো জিনিসও তাঁর শরীরের ভেতরে কোনও ক্ষত তৈরি করতে পারত না।নিজের এই অদ্ভুত ক্ষমতাকেই পেশা বানিয়ে নিয়েছিলেন লোটিটো। তিনি বড় বড় ধাতব জিনিসকে প্রথমে কেটে কুচিকুচি করতেন, তারপর সেগুলোকে আরও ছোট টুকরোয় ভেঙে গিলে নিতেন। এই ধাতুর টুকরোগুলো যাতে পেটের ভেতর দিয়ে সহজে নেমে যেতে পারে, তার জন্য তিনি প্রচুর জল আর মিনারেল অয়েল বা খনিজ তেল খেতেন। ১৯৭৮ সালে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি নেন;একটি আস্ত সেসনা ১৫০ বিমান খাওয়ার সিদ্ধান্ত।অবশ্য কোনও সস্তা প্রচারের জন্য একবারে বসে তিনি এই কাজ করেননি। আস্ত বিমানটিকে প্রথমে হাজার হাজার টুকরো করা হয়। এরপর টানা প্রায় দু-বছর ধরে একটু একটু করে সেই বিমানটির লোহা, রবার ও প্লাস্টিকের যন্ত্রাংশ চিবিয়ে খান তিনি। ১৯৮০ সালের মধ্যে গোটা বিমানটি আক্ষরিক অর্থেই তাঁর পেটে চলে যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এই অবিশ্বাস্য কাণ্ডের পরও তাঁর শরীরে কোনও বড় রোগ বা সমস্যা দেখা দেয়নি।বিজ্ঞানীদের কাছে লোটিটোর এই অবস্থাটি ছিল এক পরম বিস্ময়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'পাইকা' ; এটি এমন এক মানসিক ও শারীরিক অবস্থা যেখানে মানুষের খাবার নয় এমন জিনিসের প্রতি তীব্র আসক্তি তৈরি হয়। তবে লোটিটোর ঘটনাটি ছিল একেবারেই অনন্য, কারণ যেসব জিনিস খেলে যে কেউ মারা যেতে পারে, তিনি সেগুলো অনায়াসে হজম করে ফেলতেন।হিসেব করে দেখা গেছে, নিজের গোটা জীবনে প্রায় নয় টন ধাতু খেয়েছিলেন লোটিটো। এই অদ্ভুত খাবারের অভ্যাসের কারণেই গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তাঁর নাম ওঠে এবং বিশ্বজুড়ে তিনি খ্যাতি পান। ২০০৭ সালে ৫৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান, তবে তাঁর মৃত্যু কিন্তু এই খাদ্যাভ্যাসের কারণে হয়নি। আজ এত বছর পরেও মিশেল লোটিটো ইতিহাসের অন্যতম এক অদ্ভুত পারফর্মার হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন;যিনি অসম্ভবকে নিজের পেশা বানিয়ে দেখিয়েছিলেন যে পরিস্থিতি বিশেষে একটা আস্ত বিমানও রাতের খ াবার হয়ে উঠতে পারে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 14-07-2026 17:29 Page 3

বালি মাফিয়াদের দাপটে নানাই গিলছে খট্টিমারির উর্বর কৃষিজমি

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড় আলতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দোলনা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় তীব্র আকার ধারণ করেছে নানাই নদীর ভাঙন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশ ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদতে দিনের পর দিন অবৈজ্ঞানিক উপায়ে নদী থেকে অবৈধ বালি তোলার জেরেই এই বিপর্যয় নেমে এসেছে। গতিপথ পরিবর্তন করে নানাই নদী এখন একের পর এক চাষের জমি গ্রাস করছে। বিঘার পর বিঘা কৃষিজমি ইতিমধ্যেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।জঙ্গল লাগোয়া এই প্রত্যন্ত গ্রামের মূল ভিত্তিই হল কৃষি। কৃষকদের সুবিধার্থে সরকারি উদ্যোগে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এখানে একটি সৌরচালিত জলসেচ প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছিল। বসানো হয়েছিল বহুমূল্যবান সোলার প্যানেল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি।বর্তমানে নানাই নদীর ভাঙন এই সোলার প্যানেল থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে এই সরকারি সম্পত্তি নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এমনটা হলে একদিকে যেমন বিপুল সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি হবে, তেমনই এলাকার কৃষিকাজ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।স্থানীয়দের দাবি, বিগত তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় নানাই নদী থেকে অবাধে বালি লুট করা হয়েছিল। সেই সময় বহু কৃষক তাঁদের শেষ সম্বল কৃষিজমিটুকু হারিয়ে সর্বস্বান্ত হন। বর্তমান পরিস্থিতি এতটাই শোচনীয় যে, ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম হতাশায় ভুগছেন এলাকার চাষিরা।

প্রশাসনের ভয়ে অনেকেই ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতেও সাহস পাচ্ছেন না।এই পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। প্রশাসনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তাঁদের দাবি, অনতিবিলম্বে নানাই নদীর পাড়ে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে নদীটি সম্পূর্ণভাবে তার গতিপথ বদলে গোটা গ্রামকে ধ্বংস করে দেবে এবং কৃষকদের পথে বসাবে।

প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন

পাথরপ্রতিমায় ১২৫ দিনের কাজের সূচনা, বাড়ল সুন্দরবনের কর্মসংস্থানের আশা

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ সুন্দরবনের মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে বড় পদক্ষেপ। সুন্দরবন বিষয়ক উন্নয়নমন্ত্রী দীপঙ্কর জানার ঘোষণার পর পাথরপ্রতিমা ব্লকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল ১০০ দিনের পরিবর্তে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প। মঙ্গলবার পাথরপ্রতিমা গ্রাম পঞ্চায়েতের দে মার্কেট এলাকায় ৬০০ মিটার কংক্রিট ঢালাই রাস্তার কাজের শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রকল্পের সূচনা করেন পাথরপ্রতিমা ব্লকের বিডিও সুপ্রতিম আচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট বিডিও সৌগত সেন।সম্প্রতি সুন্দরবন বিষয়ক উন্নয়নমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা নদীবেষ্টিত গোবর্ধনপুর-সহ একাধিক এলাকায় গিয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন, সুন্দরবনের মানুষের জন্য খুব শীঘ্রই ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান চালু করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নেই প্রশাসন দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে ব্লকজুড়ে কাজ শুরুর নির্দেশ দেয়। তারই অংশ

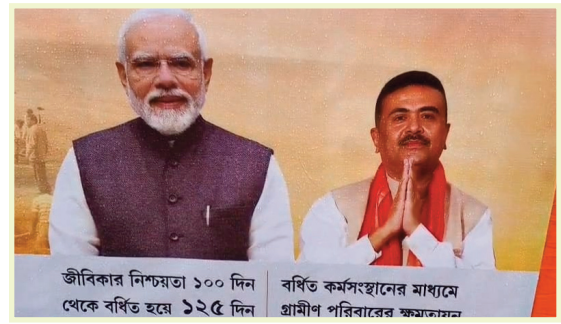

হিসেবে পাথরপ্রতিমায় এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচির সূচনা হল।উল্লেখ্য, অতীতে ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে কেন্দ্র সরকারের অর্থ বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পর সরকার পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জব কার্ডধারীদের ১০০ দিনের পরিবর্তে ১২৫ দিনের কাজ দেওয়ার ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণাকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রশাসন এখন মাঠে নেমেছে।১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত পাথরপ্রতিমা ব্লকের অধিকাংশ এলাকাই নদীবেষ্টিত এবং নদীবাঁধ ভাঙন এখানকার অন্যতম বড় সমস্যা। ফলে নতুন কর্মসংস্থান প্রকল্পের পাশাপাশি গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।১২৫ দিনের কাজের শুভ সূচনা হওয়ায় সুন্দরবনের জব কার্ডধারী শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

স্থানীয়দের আশা, উন্নয়নমন্ত্রী দীপঙ্কর জানার প্রতিশ্রুতি এবং বিডিও সুপ্রতিম আচার্যের প্রশাসনিক উদ্যোগে সুন্দরবনের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে ঝুমুর শিল্পীর মৃত্যু

পুরুলিয়ায় প্রতিবাদ-মোমবাতি মিছিল

জয়শ্রী দে, নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ ঝুমুর শিল্পী রজনী পাত্রের চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে মানভূমের শিল্পী মহল। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সোমবার সন্ধ্যায় পুরুলিয়া শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্তের মূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ ও স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির উদ্যোগ নেয় মানভূম ইন্ডাস্ট্রি প্রফেশনাল আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং পুরুলিয়া ব্লাড ওয়ারিয়র্স।জানা যায়, গত ২ জুলাই প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ঝাড়গ্রামের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হন ঝুমুর শিল্পী রজনী পাত্র। সেদিন দুপুরে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে তিনি এক সন্তানের জন্ম দেন।

অভিযোগ, এরপর রাতেই চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় পরিবার-পরিজনের পাশাপাশি মানভূমের সাংস্কৃতিক মহলেও গভীর শোক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত শিল্পী, সমাজকর্মী ও সাধারণ মানুষ মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রয়াত শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। একই সঙ্গে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, দায়ীদের দ্রুত গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলা হয়।এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মানভূমের বিশিষ্ট শিল্পী বাদল পাল, কৃপাসিন্ধু সরকার, কণিকা কর্মকার, বংশীধর সিংহ, জয়ন্ত বাউরি, নিতিন বাউরি, অরূপ গুরু, মানভূম ইন্ডাস্ট্রি প্রফেশনাল আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চিরঞ্জিত ব্যানার্জী, সম্পাদক দেবরাজ মাহাতো, পুরুলিয়া ব্লাড ওয়ারিয়র্সের সভাপতি বর্ণালী দত্ত, রক্তযোদ্ধা পার্থ চট্টরাজ-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

বক্তারা জানান, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে।

লছিপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান, উদ্ধার অবৈধ মদ-ঝাড়খণ্ড লটারি, ধৃত ২

সীতারাম মুখোপাধ্যায়, নয়া জামানা, লছিপুর ঃ রাজ্যজুড়ে বেআইনি মদ, মাদক ও অপরাধমূলক কাজকর্মের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কড়া নির্দেশের পর এবার লছিপুরে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ লছিপুর এলাকায় এক বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ ও ঝাড়খণ্ড লটারির টিকিট উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।অভিযানের প্রথমভাগে লছিপুর এলাকার বিভিন্ন বেআইনি মদের ঠেকে হানা দেয় নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ। সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ দেশি ও বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়। এই বেআইনি কারবারে জড়িত থাকার অপরাধে ভীম মাজি নামে এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার

> রাজ্যজুড়ে বেআইনি মদ, মাদক ও অপরাধমূলক কাজকর্মের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কড়া নির্দেশের পর এবার লছিপুরে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ।

করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সমস্ত অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।একই দিনে লছিপুর গেট এলাকায় একটি পৃথক অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে অবৈধ ঝাড়খণ্ড লটারির টিকিট বিক্রির খবর পেয়ে হানা দিয়ে সুরজ সাউ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ ঝাড়খণ্ড লটারির টিকিট এবং লটারি সংক্রান্ত বেশ কিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ।গ্রেপ্তার হওয়া দুই অভিযুক্তকে মঙ্গলবার আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। এই চক্রের শিকড় কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে, তা জানতে পুলিশ ধৃতদের ৫ দিনের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে বলে জানা গেছে।পুলিশ সূত্রে খবর প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে যে, এই বেআইনি মদ ও লটারি ব্যবসার পেছনে একটি বড়সড় চক্র সক্রিয় রয়েছে। মূল চক্রীদের চিহ্নিত করতে পুলিশি তৎপরতা আরও বাড়ানো হয়েছে। এলাকায় যেকোনো ধরণের অপরাধমূলক ও বেআইনি কারবার রুখতে পুলিশের এই বিশেষ অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 14-07-2026 17:29 Page 4

ভগিনী নিবেদিতা বারবার ছুটে যেতেন দার্জিলিং এর যে বাড়িতে

স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বারবার ছুটে যেতেন দার্জিলিংয়ের রায় ভিলাতে। সেই বাড়িতে ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর তিনি দেহ রাখার আগে বহুভাবে আলো ছড়িয়েছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর 'প্ল্যান্ট রেসপন্স' বইয়ের সম্পাদনা তিনি এ বাড়িতে বসেই করেছিলেন। নিবেদিতা দেহ রাখার ১০৮ বছর পর, ২০১৯ সালে সেই বাড়ি থেকেই অন্যরকম আর এক আলো ছড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।নিবেদিতা সাতবার এসেছিলেন দার্জিলিংয়ে। পাহাড়ের বিরুপ আবহাওয়ার মধ্যেও তিনি বারবার পাহাড়ে এসে অনেক কঠিন কাজ সহজভাবে করে গিয়েছেন। তাঁর এই স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক বাড়ি রায় ভিলা থেকেই পাহাড়ের দুর্যোগপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই শুরু হয়েছে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ।বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর 'প্ল্যান্ট রেসপন্স' বইয়ের সম্পাদনা তিনি এ বাড়িতে বসেই করেছিলেন। নিবেদিতা দেহ রাখার ১০৮ বছর পর, ২০১৯ সালে সেই বাড়ি থেকেই অন্যরকম আর এক আলো ছড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।কলকাতার বি টি রোডের একটি বেসরকারি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থার সহযোগিতায় রায় ভিলাতে বসেছিল পাঁচ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্ল্যান্ট। বর্ষার সময় পাহাড়ে প্রায়ই রোদ দেখ া যায় না। মেঘলা ও কুয়াশাজনিত আবহাওয়ার মধ্যেই বেশ কয়েক বছর ধরে আশ্চর্যজনকভাবে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ওই প্ল্যান্ট থেকে। সমতল থেকে ৭৪০৭ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত দার্জিলিং-এর রায় ভিলা। আর নিচের লেবং কার্ট রোড থেকে রায় ভিলা ১২৮ ফুট উঁচুতে। সেখ ানেই ৫০০০ বর্গ ফুট এলাকা জুড়ে গ্রহণ করা হয়েছে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প। এখন সেখানে ৫০০০ ওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা কমতেও পারে। তবে কখনোই তা ৪০০ ওয়াটের কম হবে না বলে জানানো হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী নিত্যসত্যানন্দ প্রয়াত হয়েছেন। এই কাজের জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির কোনও অতিরিক্ত বিল রায় ভিলাকে খরচ করতে হয় না। খুশি পাহাড়বাসী। পাহাড়ে বায়ুদূষণ এবং সূর্যের আলো কম থাকায় সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এখানে এই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প আজ পুরোপুরি সফল। প্রয়াত সম্পাদক স্বামী নিত্য সত্যানন্দের সময় যেসব সোলার সিস্টেম চালু হয়েছিল তা এখনও চলছে। এর সঙ্গে অতিথি নিবাস যুক্ত হয়েছে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বারবার ছুটে যেতেন দার্জিলিংয়ের রায় ভিলাতে। সেই বাড়িতে ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর তিনি দেহ রাখার আগে বহুভাবে আলো ছড়িয়েছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর 'প্ল্যান্ট রেসপন্স' বইয়ের সম্পাদনা তিনি এ বাড়িতে বসেই করেছিলেন। নিবেদিতা দেহ রাখার ১০৮ বছর পর, ২০১৯ সালে সেই বাড়ি থেকেই অন্যরকম আর এক আলো ছড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।নিবেদিতা সাতবার এসেছিলেন দার্জিলিংয়ে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।